দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

নিরক্ষরতার অভিশাপ এবং

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার দুই হাজার সাল নাগাদ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সরকারের উপরোক্ত অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জনগণের উদ্যোগ এবং ইউনিসেফ, ইউনেস্কো ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় তা সম্ভব।

এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে, নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনে এক চরম অভিশাপ। কেননা, জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর উন্নত ও প্রাগ্রসর দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে শিক্ষা এবং একমাত্র শিক্ষার ওপর জোর দিয়েই তারা সকল দিক দিয়ে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছে। একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে সেই দেশের জনগণ। কিন্তু সেই জনগণকে যদি অশিক্ষার অন্ধকারে রাখা হয় তাহলে তাদের দিয়ে রাষ্ট্রের ঈপ্সিত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নত জাতি গড়ে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হচ্ছে শিক্ষা। এটা আজ এক প্রমাণিত সত্য যে, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আর সেজন্যেই বলা হয়ে থাকে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' ইসলামেও শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।' শিক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে চীনে যাবার কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীরা শিক্ষার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে অনেক মূল্যবান কথাই বলেছেন। অর্থাৎ সর্বকালের সর্বযুগের মানুষই এই সত্য কথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে কি মানুষ, কি জাতি কারো কোন কল্যাণ নেই। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি, শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে অনেক দেশই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পশ্চাৎপদ দেশ থেকে প্রাগ্রসর দেশে পরিণত হচ্ছে।

একটি দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও শিক্ষার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। আমরা এতদিনে নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার মূল কারণই হচ্ছে শিক্ষার অভাব। দেশের মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। বাদবাকী ৭৬ শতাংশ মানুষই অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এত বিপুল অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে যে রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্ভব নয়- সরকার এটা বিলম্বে হলেও উপলব্ধি করেছেন। আর সরকারের সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীতে। তন্মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম। তাছাড়া দুই হাজার সাল নাগাদ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। এসব ব্যবস্থা যদি নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় হিসেবে যে সমস্ত খবর প্রায় প্রতিনিয়তই বের হচ্ছে তাতে মনে হয় না দুই হাজার সাল নাগাদ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব হবে। সবাই জানেন, সরকার ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রথম অবস্থায় ৬৪টি থানাকে বেছে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব থানার অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সন্ধান নিলে দেখা যাবে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই বা প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নেই। প্রধান শিক্ষক ছাড়াই প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে- এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। সংস্কারের অভাবে অনেক স্কুল ঘর ধসে পড়ার মত অবস্থা- এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বলাবাহুল্য, এরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া হতে পারে না। পত্র-পত্রিকায় এইসব সমস্যার কথা জানিয়ে প্রায়ই সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করার জন্যে যে সমস্ত বিধি-বিধান বা নির্দেশ জারি করা হয়েছে সেগুলো সব জায়গায় যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। স্কুলে পড়ার বয়সী অনেক ছেলে-মেয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। আবার যারা ভর্তি হয় তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশই কোন না কোন শ্রেণীতে উঠে স্কুল ত্যাগ করে। এসব অভিযোগসম্বলিত খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও প্রায় অভিন্ন অবস্থা। এর ওপর সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে গণশিক্ষা কার্যক্রমের হালচাল তুলে ধরা হয়েছে যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের ৪৬০টি থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার কথা থাকলেও কার্যতঃ ৬৪টি থানাকে এ কাজের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। তাও নাকি এখন বন্ধ হবার পথে। প্রকাশ, এক কোটি টাকা খরচ করার পর কর্তৃপক্ষের নাকি দৃষ্টিতে এসেছে এবং উপলব্ধি হয়েছে যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে এই কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। কোন সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কার্যপ্রণালী প্রণীত হয়নি। কোন তদারকী হচ্ছে না। মূল্যায়নও হচ্ছে না। এসব অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে দুই হাজার সাল নাগাদ নিরক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্য যে ভেস্তে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলবো যে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে এবং এই মুক্তি যত তাড়াতাড়ি ত্বরান্বিত করা যায় দেশ ও দশের জন্যে ততই মঙ্গল। আর মাত্র ৮ বছর পরেই দুই হাজার সাল। এই ৮ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়া সহজ নয়, আবার কঠিনও নয়। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে এবং অঙ্গীকার রক্ষায় একাগ্রতা থাকে তাহলে এ কাজে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার এই কাজে কথায় যতটা আন্তরিক কাজে ততটা নয়। সরকার কথায় ও কাজে এক হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি হতো না। অতএব, আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশ্নে শুধু অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেই চলবে না, প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকারকে কাজও দেখাতে হবে। নতুবা দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা- এই শ্লোগান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।